আজকের কাগজ

তারিখ 19 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

20

গাইবান্ধা সিদ্দিকিয়া দ্বিমুখী মাদ্রাসার অধ্যক্ষের বরখাস্ত অবৈধ প্রমাণিত

গাইবান্ধা সিদ্দিকিয়া দ্বিমুখী সিনিয়র মাদ্রাসার প্রাক্তন অধ্যক্ষ মওলানা আব্দুল খালেকের অসুস্থতার অজুহাতে বরখাস্তের বিষয়টি অবৈধ প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অধ্যক্ষকে কাজে যোগদান করতে না দিয়ে হয়রানি করছে। উক্ত মাদ্রাসার তৎকালীন সভাপতি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জেসি পন্ডিত এবং বর্তমানে চাকরিচ্যুত ৩ জন শিক্ষক অসুস্থতার অজুহাতে গত ২২-১২-৯০ তারিখে অধ্যক্ষ আব্দুল খালেককে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে।

বরখাস্তের বিষয়টি মাদ্রাসা বোর্ডের ২৪-২-৯২ তারিখের আপিল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটি এবং ৮২তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়নি। ফলে মাদ্রাসা বোর্ডের রেজিস্ট্রার গত ২৮-১০-৯২ স্মারক নং প্রশা (সংস্থা ১০৯৯০-৭-এ-৮) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও গাইবান্ধা সিদ্দিকিয়া দ্বিমুখী সিনিয়র মাদ্রাসার সভাপতিকে এক চিঠিতে মওলানা আব্দুল খালেককে বকেয়া পাওনাদি পরিশোধসহ সাময়িক বরখাস্তের তারিখ থেকে স্বীয় পদে পুনঃবহালের নির্দেশ দেন। কিন্তু অধ্যক্ষ আব্দুল খালেক ২ বার চাকরিতে যোগদানের আবেদন পত্র কর্তৃপক্ষের কাছে দিয়ে বিমুখ হয়ে ফিরেছেন।

মাদ্রাসা বোর্ডের চিঠি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি (এডিসি) সেক্রেটারীকে না দিয়ে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে দিয়ে অধ্যক্ষের ব্যক্তিগত নথিতে উপস্থাপন করার জন্যে বলেছেন। অর্থাৎ অধ্যক্ষের নিয়োগের ব্যাপারটি কমিটির ওপর ন্যাস্ত করা হয়। অথচ বর্তমান কমিটির অভিভাবক ক্যাটাগরি সদস্যের ওপর আদালতে স্টেটাস্কো রয়েছে বিধায় এ দায়িত্বটি সেক্রেটারী এবং সভাপতি নিস্পত্তির জন্যে যথেষ্ট। তা না করে অধ্যক্ষ আব্দুল খালেককে অহেতুক হয়রানি করা হচ্ছে। গাইবান্ধা থেকে কাগজ প্রতিনিধি।